প্রচার প্রচারণায় জমে উঠেছে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচন

জমে উঠেছে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচন। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। সকাল থেকে রাত অবধি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন তারা। দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

আজ মঙ্গলবার সকালে সম্মিলিত নাগরিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে ‘শতভাগ দুর্নীতি, বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত, চিকিৎসার মানউন্নয়নের অঙ্গিকার নিয়ে গঠিত মোয়াজ্জেম-পান্নু প্যানেল নির্বাচনী গণসংযোগ করেন। ভোটারদের কাছে গিয়ে তাদের প্যানেলে ভোট প্রার্থনা করেন। ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালের নানা উন্নয়ন, রোগীদের সেবার মান বৃদ্ধি, ভোগান্তী দুর ও ব্যায় কমানোর নানা প্রতিশ্রুতি দেন তারা। ভোটাররাও প্রার্থীদের দেওয়া ইশতেহার বাস্তবায়ন হবে এমনটিই আশা করছেন।

সেসময় প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, সহ-সভাপতি জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২১ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২১টি পদে ৩৩ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ওই দিন সকাল ৯ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত ৩০৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্মার্ট

ওয়াচের ভুমিকা

স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্মার্ট ওয়াচের ভুমিকা অপরিসীম। আপনি যখন যেখানেই থাকেন না কেন, একটি ভালো মানের স্মার্ট ওয়াচ আপনাকে সব দিক থেকেই সাপোর্ট দিবে। যদিও বা সময় দেখার জন্যে ঘড়ির চাহিদা কমে গেছে অনেক আগে থেকেই। কিন্তু এখন স্বাস্থ্যে সচেতন মানুষেরা প্রায়শই স্মার্ট ওয়াচের উপরে নির্ভরশীল হচ্ছে। কারণ অল্প বাজেটে ফিটনেস ট্র্যাকিং স্মার্ট ঘড়ি পাওয়া যায়। ফিটনেস ট্র্যাকিং স্মার্ট ঘড়ির ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্মার্ট ওয়াচের ভূমিকার বিস্তারিত:

স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্মার্ট ওয়াচের ভূমিকার বিস্তারিত সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

হাঁটার পদক্ষেপ নির্ণয়:
হাঁটার পদক্ষেপ নির্ণয় করার জন্যে হলেও অনেকে স্মার্ট ওয়াচ ক্রয় করে থাকেন। একটি ভালো মানের স্মার্ট ওয়াচ আপনাকে প্রতিমূহুর্তে সহায়তা করবে যাতে আপনি সঠিক ভাবে আপনার হাঁটার পদক্ষেপ নির্ণয় করতে পারেন।

হৃদস্পন্দনের উপর নজর রাখা:
প্রতি পরতে পরতে হৃদস্পন্দনের উপরে নজর রাখা ও স্মার্ট ওয়াচের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে, যারা হার্ট এ্যাাটাকের রোগী রয়েছেন তাদের কাছে এই ব্যাবপারটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সাথে থাকা স্মার্ট ওয়াচটি আপনার জন্যে ইবেস্ট কেন না এটি আপনাকে প্রতি মুহূর্তে আপনার হৃদস্পন্দনের ক্রিয়া নির্নয় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়:
দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ে সব থেকে বেশি কাজ করে থাকে স্মার্ট ওয়াচ। সাধারণত, স্মার্ট ওয়াচে দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্যে থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই থার্মোমিটার দিয়ে আপনি খুব সহজেই আপনার শরীরের সমস্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করে ফেলতে পারবেন। আপনার দেহের প্রতি পরতে পরতে তাপমাত্রার যেকোন পরিবর্তন আপনি খুব সহজেই স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যামে ট্রাক করে ফেলতে পারবেন। বিশেষ করে, অ্যা থেলেটদের জন্যে এই ফিচারটি বেশ কার্যকর। আপনি যদি একজন অ্যাাথেলেট হয়ে থাকেন, তাহলে একটি ভালো মানের স্মার্ট

ওয়াচ আপনার অবশ্যই প্রাপ্যপ। কেননা এটি আপনাকে অন্তত এই টুকু জানান দিবে যে আপনার ঠিক প্রতিদিন কতটুকু পরিমাণ ক্যালরি বার্ন করতে হবে।

ব্যায়াম এর প্রশিক্ষণ দেওয়া:
একটি ভালো মানের স্মার্ট ওয়াচ আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম এবং কায়িক পরিশ্রম করতে সহায়তা প্রদান করবে। এটি দিয়ে আপনি জিম করা, দৌড়ানো, পাহাড়ে ওঠা, সাইকেল চালানো, ও সাঁতার কাটার সময় পরিমাপ করা যায়। পাশাপাশি এটি আপনার ঘুমের মান সম্পর্কেও অবহিত করে থাকেন।

স্মার্ট ওয়াচের কলএ্যালার্টনোটিফিকেশন:
স্মার্ট ওয়াচের কল এ্যালার্ট নোটিফিকেশন ও হচ্ছে অন্য আরেকটি বিশেষ ফিচার যা আপনাকে অন্য সব কিছু থেকে এগিয়ে রেখেছে। এটি দিয়ে আপনি যেমন সমস্ত ধরনের কলট্রাক করতে পারবেন, তেমনি ভাবে কল এ্যালার্ট নোটিফিকেশনও পেয়ে যাবেন।

স্বাস্থ্যা সম্পর্কে কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদান:
স্মার্ট ওয়াচ স্বাস্থ্য সম্পর্কে কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এই ওয়াচটি আপনাকে এ্যা্লার্ম কল নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের শিডিউল সম্পর্কে মনে করিয়ে দিবে। শুধু তাই নয়, এটি আপনাকে ব্যবহার কারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও কার্যকর দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন।

মন্তব্য:
স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্যে আপনার সবচাইতে বেশি যেটা দরকার সেটি হচ্ছে স্মার্ট ওয়াচ ক্রয় করা। এটি আপনাকে প্রতিনিয়ত আপডেটেড হতে সহায়তা প্রদান করবে। শুধু তাই নয়, এটি আপনাকে অন্য সবার চাইতে এগিয়ে থাকতে এবং স্বাস্থ্যকে আরও উন্নত করতে বিশেষ বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকেন।

দীর্ঘ জীবনের বাড়তি সময়ের মর্মান্তিক তথ্য উঠে এসেছে গবেষণায়

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বেশিরভাগ বয়স্ক ব্যক্তি একাধিক দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগছেন। যদিও মানুষের আয়ুষ্কাল বা জীবনকাল বেড়েছে, তবুও অনেকেই এই বাড়তি সময় সুস্থভাবে কাটাতে পারছেন না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘায়ু পাওয়ার চেয়ে এখন বেশি জরুরি সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

সম্প্রতি একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে, মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়েছে আধুনিক চিকিৎসা ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবার কারণে। আগের তুলনায় এখন মানুষ অনেক বেশি দিন বাঁচছেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই দীর্ঘ জীবন কেমনভাবে কাটাচ্ছেন?

অনেকেই দীর্ঘ জীবন কাটালেও তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, যার ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং স্বাস্থ্যসেবার খরচও বাড়ে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, এখন মানুষের আয়ুষ্কাল (লাইফস্প্যান) ও সুস্থ জীবনকালের (হেলথস্প্যান) মধ্যে অনেক ফারাক তৈরি হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী এই ব্যবধান বর্তমানে প্রায় ৯.৬ বছর। অর্থাৎ, মানুষের জীবনের শেষ দশক প্রায়ই দীর্ঘমেয়াদি রোগ বা শারীরিক সমস্যায় কাটে। খবর দ্য হিন্দুস্তান টাইমস।

যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবধান আরও উদ্বেগজনক। সেখানে জীবনকাল এবং সুস্থ জীবনকালের মধ্যে ব্যবধান ১২.৪ বছর। অর্থাৎ, সেখানে মানুষ তাদের শেষ বয়সে অনেক বছর ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। গবেষকরা এটিকে ‘স্বর্ণযুগের’ এক মর্মান্তিক বাস্তবতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে দীর্ঘ জীবনের বাড়তি সময় কষ্টের মধ্যে কাটছে।

এছাড়া, নারীরা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় বেশি বাঁচে, কিন্তু তাদের অতিরিক্ত সময়ের বেশিরভাগই অসুস্থতায় কাটে। বিশ্বব্যাপী এই ব্যবধান নারীদের জন্য ২.৪ বছর বেশি এবং জার্মানিতে এটি ৩.৬ বছর।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, মাদকাসক্তি, আর্থ্রাইটিস (হাড়ের ক্ষয়), পিঠের ব্যথা এবং অন্যান্য

শারীরিক সমস্যার কারণে এই ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। নারীরা এসব সমস্যায় বেশি ভুগছেন, যা তাদের দীর্ঘ জীবনকাল এবং সুস্থ জীবনকালকে আরও বিভক্ত করে ফেলছে।

গবেষকরা বলছেন, যেসব দেশে গড় আয়ু বেশি, সেসব দেশেই আয়ুষ্কাল এবং সুস্থ জীবনকালের মধ্যে ব্যবধান আরও বড় হচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জীবনকাল বাড়লেও, পরবর্তী জীবনের স্বাস্থ্য মান উন্নত হয়নি। তাই সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করার দিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সূত্র: কালবেলা

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গৃহবধূর প্রাণহানি

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুন(৩২) চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার শেকড়াতলার মাঝের পাড়ার মাসুদ রানা রিন্টুর স্ত্রী। তার দুটি কন্যা সন্তান আছে। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত প্রায় এক মাসের কাছাকাছি সময় ধরে ডেঙ্গু পরিক্ষার কোন ডিভাইস নাই।

নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুনের ভাই মনিরুল জানান, ১২ দিন আগে বোনটার জ্বর হলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা করি। সেখানে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। চারদিন আগে জ্বর ভয়াবহ হলে কুষ্টিয়া মেডিকেলে নিই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক ৪ ডিসেম্বর রাত্রে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করেন। ঢাকা মেডিকেলে দু’দিন ভর্তি ছিল। এরপর আজ শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, রোগীর ডেঙ্গু পজিটিভ হওয়ার পর আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমরা মুক্তা খাতুন কে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেলে পাঠায়।

তবে ডেঙ্গু জ্বরে তার লিভার ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তিনি মারা গেছেন।

পৌরসভা এবং মহল্লাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় দীর্ঘদিন ধরে মশক নিধন অভিযান নেই। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের কোন সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারনাও নেই। সদর হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা পাওয়া যায় না।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ল্যাব ইনচার্জ আমজাদুল ইসলাম জানান, জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কেউ হাসপাতালে আসলে তাকে প্রাথমিকভাবে এনএস ওয়ান পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিনা তা ধরা পড়ে। এরপর জ্বর ১ থেকে ৩ দিন সর্বোচ্চ ৫ দিন পর্যন্ত হলে আইজিজি এবং আইজিএম পরীক্ষা না করলে ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা ধরা পড়ে না। গত ১৫ দিন হলো সদর হাসপাতালে আইজিজি, আইজিএম ডিভাইস শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৩ বার চাহিদা দিয়েও পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত ১ মাসে ২৫৬ জন রোগী পরীক্ষা করানো হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ জন ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাসের সরকারী নম্বরটি বন্ধ পাওয়ার কারণে যোগাযোগ করা যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হাসান বলেন, হাসপাতালের কোন বিষয় আমি জানি না। হাসপাতালের ওষুধ, পরীক্ষার ডিভাইস, রোগীর চিকিৎসা এটি তত্ত্বাবধায়কের দ্বায়িত্ব।

তবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে বর্তমানে ৯ জন ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী ভর্তি রয়েছেন।

দামুড়হুদা এসএসসি ৯১ ব্যাচের উদ্যোগে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের এসএসসি ৯১ ব্যাচের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ আবু শাহিনের উদ্যোগে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা দশটার দিকে দামুড়হুদা পাইলট সরকারি হাই স্কুল মাঠে ফ্রী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের সহকারি অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম।

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের এসএসসি ৯১ ব্যাচের ছাত্র রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ আবু শাহিন দামুড়হুদা থানাধীন এলাকার প্রায় ৩শত জন রোগিকে ফ্রী চিকিৎসা প্রদান করেন। এলাকার সন্তান তুল্য ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ মানুষ ডাক্তারের দীর্ঘজীবি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যাপক জাহিদুল হাসান মিল্টন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ভুয়া

চিকিৎসকের তিন মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নিউরো মেডিসিন চিকিৎসকের ভুয়া পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করার দায়ে মেহেদী হাসান রাসেল নামে এক ভুয়া চিকিৎসককে তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ভেড়ামারা পৌরসভার কোচ স্ট্যান্ডে অবস্থিত নিরাময় ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এ জেল ও জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম।

এ সময় সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মিজানুর রহমান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা পৌরসভার কোচ স্ট্যান্ডে অবস্থিত নিরাময় ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকে দীর্ঘদিন ধরে প্যারামেডিকেল চিকিৎসক মেহেদী হাসান রাসেল নিজেকে নিউরো মেডিসিন এমবিবিএস (রাজ) সিসিডি বারডেম, ডিপিএম (সিঙ্গাপুর) পিএইচডি ডেনমার্ক (নিউরো ও মেডিসিন) ডিগ্রিধারী চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিলেন।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রফিকুল ইসলাম ও সিভিল সার্জন আকুল উদ্দিন অভিযান চালিয়ে ওই ভুয়া এমবিবিএস চিকিৎসককে হাতে নাতে আটক করেন।

এ সময় মেহেদী হাসান রাসেল স্বীকার করেন তিনি প্যারামেডিকেল চিকিৎসক। এমবিবিএস এর কোনো সনদ নেই। পরে তাকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত মেহেদী হাসান রাসেল অন্য এক চিকিৎসকের নাম ও পদবী ব্যবহার করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সিভিল সার্জনের দপ্তরে অভিযোগ গেলে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এসময় অভিযুক্ত ব্যক্তি আর দোষ স্বীকার করায় তাকে এ কারাদণ্ড প্রদান

করা হয়।

মেহেরপুরে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চা বিষয়ক এডভোকেসি সভা

স্থানীয় জনসাধারণকে অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে মেহেরপুরে এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় পৌর বাজেটে খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ রাখা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) আয়োজনে ও সেন্টার ফর ল এন্ড পলিসি এফেয়ার্সের সহযোগিতায় আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে পৌরসভার কালাচাঁদ সভাকক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পৌর সভার ৪ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মোঃ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ও পৌর প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

সভায় তিনি বলেন, অসংক্রামক রোগগুলো প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চার বিকল্প নেই। মেহেরপুর পৌর সভার মধ্যে মানসম্মত খেলার মাঠ তৈরি করার তেমন কোনো জায়গায় নাই। সেইজন্য শরীরচর্চা ও হাঁটাহাঁটি করার জন্য মানুষকে গড়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ সময় সিভিল সার্জন মহীউদ্দিন আহমেদ, মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ মুরাদ হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মেদ, ফাইমা খাতুনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়া সংগঠক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে গঠিত কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে পৌরসভার কালাচাঁদ সভাকক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মো: শামীম হোসেন।

সভায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, পৌরসভার এলাকায় জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এসময় সিভিল সার্জন মহীউদ্দিন আহমেদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার, জেলা গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এন এম রফিকুল হাসান, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্বাস উদ্দিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

এসময় তারা মেহেরপুর পৌরসভা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

এছাড়াও ছাত্র প্রতিনিধি আশিকুর রহমান শিশির জেলা দরিদ্র বিমোচন সংস্থার পরিচালক আবু জাফরসহ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিসিডিএস ও ফারিয়ার মতবিনিময় সভা

ফার্মাসিউটিক্যাল প্রমোশনাল অফিসারস্, এরিয়া ম্যানেজারগন এবং জেলা বিসিডিএসের নবগঠিত আহবায়ক কমিটির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার(১৩ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিসিডিএসের আহবায়ক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় এ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফুল দিয়ে ফার্মাসিটিক্যাল প্রমোশনাল অফিসারস্, এরিয়া ম্যানেজার গণ নবগঠিত জেলা বিসিডিএসের আহবায়ক কমিটিকে সংবর্ধনা জানান ।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিসিডিএসের আহবায়ক রিনু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিসিডিএসের কার্যনির্বাহী সদস্য কাজী খয়রুদ্দিন, ইসমাইল হোসেন, সাইফুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল লতিফ, নির্বাহী সদস্য রাকিবুল ইসলাম রন, ফার্মাসিটিক্যালসের ম্যানেজার ফোরামের সভাপতি দোলন হোসেন সহ মেহেরপুর সদর উপজেলা, মুজিবনগর উপজেলা বিসিডিএসের আহ্বায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জেলা ফারিয়ার প্রতিনিধিগণ।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ফার্মাসিটিক্যালসের ম্যানেজার ফোরামের দোলন হোসেন ও জেলা বিসিডিএসের আহবায়ক রিনু।

এ সময় তারা বলেন, মেহেরপুর জেলা বিসিডিএস ও জেলা ফার্মাসিটিক্যাল প্রমোশনাল অফিসারস্ সোহাদ্যপূর্ণ বজায় রেখে চলাচল করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। কোন ঔষধের দোকানে যেকোনো ঔষধ কোম্পানির মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ থাকলে তা আলাদাভাবে প্যাকেটজাত করে রাখার জন্য জানান। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ যার যার কোম্পানির প্রতিনিধিগন তালিকা করে আগামী তিন মাসের মধ্যে কোম্পানির মাধ্যমে পুনরায় রিপ্লেসমেন্ট করবে এবং মেহেরপুর জেলার সকল ঔষধ ব্যবসায়ীগণ সহ ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে এক মিলন মেলার আয়োজন করা হবে বলে ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে হাসপাতালের সামনে অব্যবস্থাপনা, রোগীদের দুর্ভোগ

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের গেটে ও ক্যাম্পাসের সামনে অবৈধ অটো রিকশা, রাস্তার পাশে নানা ধরনের খাবার ও বাচ্চাদের খেলনার দোকান গড়ে ওঠার কারণে মেলায় পরিণত হয়েছে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। যার কারণে রোগীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন।

হাসপাতালের মূল গেট থেকে শুরু করে আশপাশের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, যা রুগীদের হাসপাতালে পৌঁছাতে এবং চিকিৎসা সেবা নিতে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এছাড়া, এসব দোকানগুলোতে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, যা রোগীদের জন্য বাড়তি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বিশেষ করে জরুরি রোগী পরিবহন এবং হাসপাতালে আসা সাধারণ মানুষজনের জন্য এই অটো রিকশা ও দোকানগুলো এক ধরনের বাধার সৃষ্টি করছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি কয়েক দফা প্রশাসনের কাছে জানিয়েও কোনো সুরাহা পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন।

রোগী নিয়ে আসা মোঃ সেলিম বলেন, হাসপাতালের গেটের সামনে অটো রিকশা ও খাবারের দোকানগুলো দিনের পর দিন বাড়ছে। রোগীদের হাসপাতালে আসা-যাওয়ার সময় চরম ভোগান্তি হচ্ছে। বিশেষ করে জরুরি অবস্থায় রোগী পরিবহন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশাসন যদি কিছু না করে, তাহলে রোগীরা আরও বিপদে পড়বে।

রোগীর আত্মীয় মিনু বেগম বলেন, আমার ভাইকে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু রিকশা ভাড়া নিয়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারছিলাম না। রাস্তার দোকানগুলোও রোগীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার জানিয়েছেন, হাসপাতালের চারপাশে অবৈধ অটো রিকশা এবং রাস্তার খাবার ও খেলনার দোকান সরানোর জন্য তিনি একাধিক বার প্রশাসনকে অবগত করেছেন। তবে, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয়নি।

অটো রিকশাচালক রিয়াজ উদ্দিন বলেন এটা সত্যি যে হাসপাতালের সামনে রিকশার সংখ্যা বাড়ছে, যদি এখানে রিকশা পার্কিংয়ের জন্য নিয়মিত জায়গা থাকত, তাহলে সবাই সুবিধা পেত। তবে, আমরা চাই রোগীদের যেন কোন সমস্যা না হয়।

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান এবং হাসপাতালের আশপাশের রাস্তা পরিষ্কার করার দাবি জানাচ্ছেন সাধারণ জনগণ।